বিরহ শতক

কাব্য-গ্রন্থ

শ্রীমতিলাল দাশ, এম-এ, বি-এল
বেঙ্গল সিভিল সারভিস, মুন্সেফ
প্রণীত

মূল্য আট আনা।

প্রকাশক—
শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

এ, চৌধুরী
ফিনিক্স প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২৯, কালিদাস সিংহ লেন, কলিকাতা

উৎসর্গ

প্রেমময়ী শ্রীমতী প্রভাবতী দাশের
করকমলেষু।

প্রিয়তম!

তোমার স্মরণে-লেখা বিরহের গান
অন্তর-দুয়ারে তব পায় যেন স্থান।

বরিশাল
আষাঢ়-সংক্রান্তি
১৩৩৬

ইতি। তোমারই—
শ্রীমতিলাল দাশ

বিরহ-শতক

১

আকাশ-গাঙে বাদল-মেঘে বহিয়া চলে খেয়া,
নদীর পাড়ে, কেয়ার ঝাড়ে, শিহরি চাহে কেয়া,
কদম-ফুলে পুলক দুলে নামিয়া আসে ধারা,
মিলন-মোহে পরশ লভে, ধরণী সাথে দেয়া।

২

ময়ূর আজি পেখম তুলি নাচিছে আত্ম-হারা,
পথে যারা বাহির হল, ভাঙিয়া গৃহ-কারা;
বাদল-ছায়া ঘরের মায়া জাগায় চিত-অঙ্গনে;
পথের বাণী আর না মানি, চলিছে গৃহে তারা।

৩

বনস্পতি জানায় নতি, বৃষ্টিধারার স্পন্দনে,
গন্ধ বিলায় দিকে দেশে সিক্ত-দেহ চন্দনে ;
বকুল কেন উতল হেন উজাড়ি শেষ অর্ঘ্য ?
মৌন নত পূজারিণী মুগ্ধ যেন বন্দনে।

৪

মল্লী আজি ভেবেছে কি আনিবে ধরায় স্বর্গ ?
দুহাত ভরি জনে জনে বাঁটিবে চতুর্ব্বর্গ ?
স্নিগ্ধ শ্যামল তরুর সারি শ্যামলি রঙে পূর্ণা ;
রক্ত জবা জ্বলিছে তাই রক্তিমা করি বর্গ।

৫

নীল সায়রে ওড়না কাহার দুলিছে শ্যামবর্ণা।
ঝর্ ঝর্ ঝরে বারি ধারা কে দিল খুলি ঝর্ণা ?
সুর সপ্তকে বাজে বাঁশী সঙ্গীত-ধারা ঝরে,
বিস্ময় ভরে হের শোনে বনানী শ্যামপর্ণা।

৬

দুঃখ-হত এই মরতের ব্যথিত-বক্ষ পরে,
কোন অমৃত-ভাণ্ডার হতে সুধাধারা আজ ক্ষরে ?
শত চিত্তে প্রশ্ন জাগে ? হবে কি শান্ত তৃষা ?
উত্তর কোথা ! বাদল শুধু উতল-ছন্দে ঝরে।

৭

কালোর আলোয় উজল-করা তারকা হারা নিশা,
পথের রেখা আঁধার ভরা খুঁজে না পাই দিশা,
উদাস প্রাণে ভাবি বসে মেঘেরি পানে চেয়ে,
তোমার কালো আঁখি তারা না কহি কোন মৃষা।

৮

স্বর্গধারা মন্দাকিনীর পুণ্য-ধারাতে নেয়ে,
কোমল কদম কেশর-মাখা রুচির পথ বেয়ে,
হে দরদী পরাণ প্রিয়া ! তোমারি মূর্ত্তিখানি
মানস পটে জেগে ওঠে ধারণা সবি ছেয়ে।

৯

মেঘমল্লারে জাগে বাণী, আকাশে কানাকানি,
কালো-মেঘের বাসর ঘরে, বিজলী হানা হানি ;
বিলোল রূপের আসর মাঝে তোমারে হেরি আমি,
চিরন্তনী হে মোর সাথী ! মাধুরী ময়ী রাণী।

১০

বৃষ্টি পড়ে,—বৃষ্টিপড়ে, বাড়িয়া চলে যামী,
প্রদীপ শিখা বাহির-পানে চমকি চাহে থামি,
কোন সে সুরে গান চলেছে ? কিসেরি জাগে মেলা ?
ঘুমের ঘোরে পরশ চাহি, সবারি চেয়ে দামী।

১১

স্বপন দেখি তোমার ছবি তোমারি হাসি খেলা,
তোমার সাথে রসালাপে কাটিছে যেন বেলা ;
ফুলে ফুলে রচি মালা সাজায়ে তব গলে
নির্ণিমেষে রইযে চেয়ে কর কি বঁধু ! হেলা।

১২

দুঃখের ধরা পিছনে রয়, কি যেন মন্ত্র বলে,
মুগ্ধ হিয়া প্রেমের ভরে অমরাবতী চলে,
অনুরাগের রক্তরাগে জ্বলিয়া ওঠে হৃদি,
রসাবেশে সকল দেহ পুলকে পলে পলে।

১৩

পেলেম যেন সাগর ছেঁচি বাঞ্ছিত মহানিধি,
অমৃত ধন দিলেন যেন করুণা করি বিধি ;
ধন্য ধাতা, ধন্য দয়া, গাহিয়া উঠি হর্ষে,
জনম জনম কৃপা এমন, বিনত প্রাণে সাধি।

১৪

ঘুমের ঘোর ভাঙিয়া যায়, মুষল ধারা বর্ষে,
স্বপন-টুটি হঠাৎ উঠি বেদনা-রূঢ় স্পর্শে,
সংজ্ঞা লভি দুঃখে বুঝি সকলি মরীচিকা
চিত্ত জমীন্ লাঙল ধরি কেযেন নিঠুর কর্ষে।

১৫

বাতাস লাগি নিভে গেছে শিয়রে দীপশিখা,
বাতায়নের ফাঁকে হেরি নিশীথ-ললাটিকা,
রুদ্ররোষে অন্ধকারে জ্বলিছে রক্ত-আঁখি,
সুখের স্বপন মিলায়ে যায় অন্তর-তটে লিখা।

১৬

নীরব রাত্তি, নীরব দিশি,। না গাহে কোথা পাখী
তোমায় যেন স্বপন মাঝে, জড়ায়ে বুকে রাখি ;
ভাঙিলে ভুল, দুঃখ অতুল, বলিতে নাহি ভাষা,
ব্যথার পাষাণ বক্ষে চাপি, সরমে স্তব্ধ থাকি।

১৭

বিরহী প্রাণ না জানে গান, না জানে কোনো আশা,
ভগ্ন পোতের যাত্রী যেন বাঁধিনু চরে বাসা,
যেদিক চাহি, সেদিক শুধু, গরজে জল-রাশি,
এ তীর পানে রাত্রি-দিনে না কারো যাওয়া-আসা।

১৮

বুকের মালা শুকায়ে যায়, অধরে শুকায় হাসি,
সুরের মোহন মূর্চ্ছনাতে আরত বাজেনা বাঁশী
বিদরে প্রাণ করহে ত্রাণ, হে প্রিয় সুনয়নী।
সান্ত্বনা হীন ক্রন্দনে নয়, পরিব গলে ফাঁসি।

১৯

মন্দাক্রান্তা ছন্দ কোথায়? কোথা সে উজ্জয়িনী?
কোথায় পাব কালিদাসের প্রতিভা বিজয়িনী!
ঐক্যতানের সুর সে কোথা? হারিয়ে গেছে আজি,
শক্তি কোথা মেঘে দূতী করিব সুবচনী।

২০

নীরব হয়ে চেয়ে আছে সুনীলা বনরাজী,
ফুলের ভারে কুসুম শাখা ভরিয়া তোলে সাজি,
তাদের সাথে মিলন-সূত্র বাঁধিতে নাহি পারি
বাহির সনে এক রণণে ওঠেনা হিয়া বাজি।

২১

বিলাপ করি প্রলাপ কহি, নয়নে ঝরে বারি,
ভরসাহীন কাটে যে দিন, সহিতে নাহি পারি,
নির্ব্বাক মুখ বিষণ্ণ বুক বিরহ ব্যথা ভারে ;
না জানি কোন শূন্য লোকের উদাসী পথ-চারী ?

২২

নাহি যে ধন করিলে মন, শুনিব বেতার তারে,
তব হাস্য, তব লাস্য, তব সঙ্গীত ধারে,
সুধার লহর কণ্ঠেরি স্বর লজ্জা জড় কম্পনে,
নাহি যে ধন করিলে মন, শুনিব বেতার তারে।

২৩

সময় নাহি চলিতে হায় তোমার রস নন্দনে,
বৈতালিকের বেশে নিতি, স্তুতি ধারা বন্দনে,
ভাগ্য কঠোর তোমায় আমায় রেখেছে দূরে দূরে,
বন্দী যেন বন্দীশালার পাষাণ চাপা বন্ধনে।

২৪

দু'কূল ভরা নির্ঝরিণী কল্লোলি ওঠে সুরে,
জল হিল্লোল গর্ব্ব বিলোল এ মম জীর্ণ পুরে,
এনেছে সে বক্ষে করি গোপন তব বাণী—
যতন করি এনেছে সে কত না দেশে ঘুরে।

২৫

কয়েছিলে কানে কানে কপোলে আঁচল টানি,
কয়েছিল গোপন ভাষে মগ্ন চেতনা খানি;
যে কথা হায়, পায় না ভাষা মর্ত্ত্যমুখের বচনে,
কয়েছিলে হে মানিনী! চম্পক গৌর পাণি।

২৬

পল্লীর ঘাটে সন্ধ্যা তখন নামে লক্ষ বরণে,
এ পারেতে কালো ছায়া ঘন নীল বসনে
ও পারেতে তরুশিরে ঝলকে দিব্য-দ্যুতি,
অস্ত রবির শেষ চাহনি বিদায় চাওয়া লগনে।

২৭

সখীরা কয়, 'চল রে ত্বরা, হতেছে কাজে চ্যুতি,
কি হ'ল তোর আজিকে সই চলনে নাহি দ্রুতি—
দিগ্বলয়ে দৃষ্টি রাখি কহিল তব চিত্ত,—
কলস কাঁখে সখীরা ডাকে, পশেনা তাহা শ্রুতি

২৮

স্রোতের ধারা পাগল-পারা বহিয়া চলে নিত্য,
স্তব্ধ হয়ে রইল চেয়ে লভিল কি গো বিত্ত ?
'সন্ধ্যা দীপের সময় হ'ল চলহ গেহে ফিরি'
ফুল্ল মনে সখীর সনে চল না কেন তৃপ্ত ?'

২৯

কিঙ্কিনী ঐ রিণি রিণি চলহ ধীরি ধীরি,
উছলি চলে স্রোতের জল তটিনী তট ঘিরি ।
পিছন-পানে ক্ষণিক চেয়ে কি কথা ভাব মনে ?
শ্যামলিয়া আকাশ পটে চাও হে কেন ফিরি ?

৩০

স্রোতের ধারা এসেছে আজ কাকলি কলস্বনে,
সন্ধ্যা বেলার গোপন কথা কহিছে নিরজনে ;—
আধেক জানি, আধেক বুঝি, বারতা তব গুপ্ত,
অশ্রু-ধোয়া মর্ম্ম তলে কি যেন স্বপ্ন সনে।

৩১

স্রোতোস্বিনী কয় যে কানে 'জাগরে ওরে সুপ্ত !
অমৃতবীজ এনেছি আজ বেদনা হবে লুপ্ত,
তুষার গিরির কন্দর টুটি বহিবে অলকনন্দা,
উষর হিয়ায় অধীর ত্বরায় যতনে কর উপ্ত,

৩২

চত্বর হতে সৌরভ দানে মধুর রজনীগন্ধা
কোন সুদূরে প্রপাত ঝরে সলীল-নৃত্য-ছন্দা ?
উদ্বেল হিয়া উন্মুখ হয়ে আগ্রহ-ভরে শোনে
ব্যাকুল-বকুল-গন্ধ-বিভল বহিছে বায়ু মন্দা।

৩৩

ভূমার পরশ সুধা সরস আমারি গৃহকোণে,
কে আর বৃথা হিসাব ক্ষতির মায়ারি জালি বোনে?
বৃহৎ ভুবন, বৃহৎ মিলন ; হৃদয়ে লব ডাকি,
উদার আকাশ দিয়েছ ডাক, শঙ্কা না চিতে গোণে ?

৩৪

তোমার প্রীতি অঞ্জন মুছি, ঘুচাল যত ফাঁকি,
ব্যথা-ভরা নয়নে ধরা, কহিব সবে হাঁকি,
প্রেম সাগরে ডুব দে ওরে ! ধরণী গেছে প্লাবি,
আয়রে ছুটে রহুক পড়ে, যা কিছু আছে বাকী

৩৫

ভাবিনা কিছু ভাবনা আর অতীত কিংবা ভাবী
ধরার সাথে লেনাদেনার মিটিয়ে নিনু দাবী ;
বন্যা এল হন্যা হয়ে, আপনা দিনু ডালি,
কূলের কোলে জিগায় কেগো "কি ভাই হোথা পাবি ?"

৩৬

হরিদ্রাভ উচ্ছে ফুলে মৌমাছিদের মিতালি,
সন্ধ্যারাতে জোনাক জ্বালায় মিষ্ট আলোর দীপালী ;
এমন দিনে ডেকনা ভাই পিছনে যেতে ফিরে
শুনেছি আজ মর্ম্ম মাঝে অরূপ-লোকের গীতালি।

৩৭

জীবন-নদীর খরস্রোতে ভাসিনু অকূল নীরে
জানিনা হায় কোথায় যাব, কোন্ স্বপ্নলোকের তীরে ?।
ঝঞ্ঝা বহে বহুক পথে, ডাকুক নভে দম্ভোলি,
করিনে ভয়, অভয়াশীষ পড়িছে ঝরি শিরে।

৩৮

স্বর্গধামের কোন দেবতার পূজারতির অঞ্জলি
মেঘের পরে মেঘের রাশি ঐযে ওঠে কুণ্ডলি ?
বজ্র-শিখা মন্ত্র পেনু, নহিরে নহি রিক্ত,
বিভীষিকার অট্টহাসে ওঠে না প্রাণ চঞ্চলি

৩৯

মঞ্জু আজি বিশ্বভুবন, নাহি যে কিছু তিক্ত,
যা কিছু ভায়, আকাশ-ছায়, সকলি স্নেহ-সিক্ত,
দীর্ঘ দিনের ক্লান্তি শেষে, পেয়েছি যেন ছুটি,
সন্ধমধুর পরিচয়ে সকলি কান্তি-লিপ্ত।

৪০

পেয়েছি আজ, পেয়েছি আজ, নিয়েছি জোরে লুটি,
পাবার মত ধন যা ছিল, ভাণ্ডারী আনে জুটি,
কল্পতরুর ফল পেয়েছি, নিত্যকালের মন্দিরে,
কোথায় দ্বিধা ? কোথায় বাধা ? উঠিছে সত্য ফুটি।

৪১

জেনেছি আজ, অসীম সনে সীমার দৃঢ় সন্ধিরে,
জগৎ-চলার রহস্যময় গোপন যত ফন্দিরে ;
বাদল ঝরার ছন্দ সনে, লভেছি নব দৃষ্টি,
অনুর সাথে পরমানু জানি কেন বন্দীরে।

৪২

তোমার আমার হিয়ায় যে প্রেম করিছে মোহসৃষ্টি
বিরহে আজ মর্ম্মে মর্ম্মে ঢালিছে ব্যথা-বৃষ্টি,
যে প্রেমে সই আকুল হয়ে মুদিত চিত্ত-কলি,
কজ্জল-কালো মায়ার তমে রোধিছে অন্তর্দৃষ্টি,

৪৩

নিশীথ রাতে যে প্রেম স্মরি শয়নে পড় ঢলি,
মিলন স্মৃতির সেনা তখন আরম্ভে চলাচলি ;
বাতায়নে জ্যোৎস্না লাগে অম্বুবাহের অন্তরে,
ঘুমের ঘোরে মনের মাঝে কত কি বলাবলি।

৪৪

প্রভাত জাগে রক্ত রেখা স্নিগ্ধ-শুচি মন্তরে,
উল্লাস-ভরা বিপুল-ধরা শান্তিসরে সন্তরে,
যে প্রেম লাগি ওষ্ঠ জাগি অভাবে অভিশপ্ত,
কি যেন দুঃখ পিষিছে বুক অভিচারী যন্তরে।

৪৫

প্রদোষ কালে এলায়ে চুল বাঁধিতে যবে মত্ত,
কি ব্যথা হায় সহসা ভায়, কবরী খোলো সত্য,
গরল সম জ্বলে যেন সমুখে মুকুরিকা—
উল্লোল বেণী লজ্জায় মিশি বাতাসে করে নৃত্য।

৪৬

অঙ্গরাগের মঞ্জু ঘাটি কর্ণভূষণ মণিকা
অভিমানে ফেল ছুঁড়ি হে প্রিয়ে চতুরিকা!
ডালিম-রঙা গণ্ডে জাগে পাণ্ডুর ম্লান-জ্যোতি,
ধূসর মেঘে ঢাকা যেন জ্যোৎস্না মেঘের চন্দ্রিকা

৪৭

নিষ্ফল রোষে ফেল খুলি, গলারি গজমোতি,
দর্পণ হতে মুছিতে চাও প্রতিবিম্বিত দ্যোতি,
আড়াল হতে আলাপ জাগে চমকি ফের কাজে,
মন গুমরি রও নীরবে কহনা কথা সতী।

৪৮

মিলন আশে পট্টবাসে বধূরা সবে সাজে,
খোঁপার পরে মল্লীমালা রভসে বাঁধে লাজে,
হতাশ মনে রহ চাহি বিলাপি মনে মনে ;
বন মল্লীর গন্ধ মদির বরষা-দীর্ঘ সাঁজে

৪৯

হে মোর শান্তি ! হে মোর কান্তি ! প্রণয়-স্মৃতি সনে
কল্পনা আজ লক্ষ কথা কাণে কাণে মোর ভণে;
যে প্রেম স্মরি হিয়ার মাঝে দুজনে কাঁদি হেন,
নয়ন নীর অঝোর ফেলি তাপিত নিরজনে ;

৫০

তুচ্ছ নহে সে প্রেম ধারা জেন হে প্রিয় জেন,
শিরায় শিরায় কাঁপন তারি, তবুও সখী যেন,
দেহের নহে ক্ষুধা শুধু, ইন্দ্রিয়াতীত তৃষা,
জনম জনম ফুটেছিল যুগল পুষ্প যেন।

৫১

সৃষ্টির কোন উষসী হ'তে অফুরন্ত লালসা
চন্দ্র তারায় গ্রহে গ্রহে জাগিছে ভালবাসা,
অতন্দ্র ঐ রয় যে জাগি প্রেমেরি আকর্ষণে
যুগের পরে যুগ চলেছে মেটেনা তবু আশা।

৫২

সুপ্ত ছিল বিশ্বজগৎ, প্রলয় তমের স্পর্শনে
ব্যক্ত হল রূপে রসে, প্রেমের দ্যুতি দর্শনে,
লীলাময়ের লীলা এযে উঠ্‌ল প্রেমে সঞ্চরি
বৃন্দাবনের সৃষ্টি হল প্রেমের সুধা বর্ষণে।

৫৩

তরুর কোলে প্রেমের দোলে পুষ্প ওঠে মঞ্জরী,
ভ্রমর-বধূর স্বপ্ন-বিভোর ভ্রমর ওঠে গুঞ্জরি,
দিবস চলে সন্ধ্যা মাগি, ঊষারি লাগি রাত্রি,
শরণ-পানে তন্তু মেলে কাঙ্গালিনী বল্লরী।

৫৪

সাগর পানে, প্রেমের বানে, তটিনী চির-যাত্রী,
অতল স্নেহে বসুধা ঐ নিখিল জন-ধাত্রী,
জগৎ-চলার শক্তি-ধারা উপজে প্রেমে নিতি,
মাভৈঃ বাণী প্রেমেই জানি, প্রেম যে অভয়-দাত্রী।

৫৫

কেন্দ্রমুখী জগৎ-গতি প্রেমেরি মানে রীতি,
ধ্যান গম্ভীর ওঙ্কার-ধ্বনি প্রেমেরি মহা গীতি,
শুচি নির্ম্মল রজনী জল পুষ্পপরাগে ঝলে,
প্রিয়ের যেন তপ্ত পরশ মণ্ডিত শত স্মৃতি।

৫৬

স্রষ্টার প্রেমে সৃষ্টি হেরি, প্রেমেতে বিশ্ব চলে,
ধরার যত অভ্যুদয়ে প্রেমেরি শিখা জ্বলে,
কাব্যে গানে হাজার তানে প্রেমেরি গাহি বাণী
প্রেমের প্রকাশ সভ্যতারি সকলি ফুল ফলে।

৫৭

যা কিছু রূপ, যা কিছু রস, যা কিছু মধু জানি,
মহান্ যাহা, মঙ্গল যাহা, যা কিছু শ্রেষ্ঠ মানি
সুন্দরেরি প্রকাশ যাহা, গৌরবে যারি ভাতি,
অক্ষয় যাহা অম্লান যাহা, যা কিছু বরে ধ্যানী।

৫৮

প্রেমের শুভ্র জ্যোতি ধারায় সকলি জ্বালে বাতি,
বেদ্য যাহা, হৃদ্য যাহা, ভূমারি যাহা জ্ঞাতি ;
অচিন্ত্য যা, অপূর্ব্ব যা, কল্যানে যাহা রমে,
প্রেমের শিরে শ্রদ্ধানত সকলি ধরে ছাতি।

৫৯

পূজ্য যাহা, পুণ্য যাহা, বিরাটে যাহা নমে,
জগৎ ভরা অসম ভুলি মিলিত যাহা সমে,
বিশ্ব-তেজের উৎস যাহা, প্রেমেরি মহাশক্তি
প্রেমের বজ্রশিখার ভয়ে কম্পিত হেরি যমে।

৬০

মুক্তির পথে বিজয়-শঙ্খ, পরম আনুরক্তি,
প্রেমের ধূপে শুদ্ধ রূপে দহে যে মোহাসক্তি,
বিশ্বের আদি, অনাদি প্রেম, অনন্তে মেশে সান্ত,
কি কাজ হবে মৌন ধ্যানে ? প্রেমেতে জাগে ভক্তি।

৬১

অর্চ্চনা আর সেবারতি প্রেমেতে চিরকান্ত,
বৈরাগ্য প্রেম, তপস্যা প্রেম, সাধকে করে শান্ত,
বিভুর পায়ে মানুষ ঢালে প্রেমে ভরা অঞ্জলি,
প্রেমের আলো ঘুচায় হেলায়, মলিন-মোহ-ধ্বান্ত।

৬২

নিক্বণে ঐ মঞ্জীর তারি, নভোতলে অঙ্গুলি,
মঞ্জুল-হীরা মঞ্জীল-মাঝে অঞ্চল দোলে হিন্দোলি'
অঙ্কিত তার চরণ-রাগে পুষ্পিত-বন-বীথি
পরশ তারি পেয়েছি আজ, চিত্ত ওঠে চঞ্চলি।

৬৩

অমানিশায় জাগল আজি পূর্ণিমা রাকা তিথি,
সিন্দুর রাগে সুন্দর যেন সতী ভামিনীর সিঁথি,
রাগরজ্জুর নহে এ শর, পুলকে দশদিশি,
নন্দিত ঘর অদৃষ্ট চর আগত ঐ অতিথি।

৬৪

বৃষ্য যেমন স্বর্ণ সিন্দুর নবনী সাথে পিষি,
পুলক একি নিতুই নব বিরহ সনে মিশি,
নম্র চিতে রুদ্র ভুবন উলসে নব ছন্দে,
সান্দ্র ঘন তিমির শেষে পোহাল দীর্ঘ নিশি

৬৫

দোঁহার প্রাণের অমল প্রীতি সে মহা প্রেমে বন্দে,
ক্ষোদিষ্ঠা সে দোঁহার রতি ভূমারে আজি বন্দে,
নূতন আলোয় নূতন সত্য হৃদয়ে দিল দেখা ;
সৌরভময় মারুত বয় সন্ধ্যা মালতী গন্ধে।

৬৬

ঝিলিমিলি মেঘের খেলা দেখেছ নভে লেখা ?
নৃত্য-দোদুল জ্বল্‌ছে যেন নিকষে স্বর্ণ রেখা ,
আজকে হেরি জগৎ ভরি সুষমা তারো চেয়ে,
সবার সাথে মিলন হল, নহিরে নহি একা ।

৬৭

নয়ন হতে ঘুচল ধাঁধা প্রেমেরি বাণী পেয়ে,
সৃষ্টিনাটের রঙ্গী হলেম প্রণয়-গীতি গেয়ে,
সমন্বয়ের ঐক্যতানে মুখর হল মহী
বহুর মাঝে একের লীলা চলিছে তালে ধেয়ে

৬৮

সিদ্ধির পানে বিশ্ব ছুটে প্রেমেতে ব্যক্ত রহি,
আত্মা যখন প্রেমে মগন পূর্ণতা তারে কহি,
অগ্রগতির মন্ত্র সে যে ঋদ্ধি লাভের তরণী,
জীবন বিকাশ প্রেমের প্রকাশ, প্রেমেতে চলে বহি ।

৬৯

অন্ধ তমে গুপ্ত জনের অগ্নি জ্বালা অরণী,
জীবন-পথের পান্থ জনের লক্ষ্যে চলার সরণী,
মুক্তি সাধক কি চায় প্রাণে ? প্রেমেরি পরিণতি,
প্রেমের পূর্ণ প্রসার লাগি সৃষ্ট হল ধরণী।

৭০

তৃণে জলে ফুলে ফলে প্রেমেরি হেরি গতি,
ভুবন মাঝে সকল কাজে প্রেমেরি অনুস্মৃতি,
কর্ম্ম মোদের, ধর্ম্ম মোদের, প্রেমেতে অবগাহ
যা কিছু হয় পৃথিবীময় প্রেমেরি তাহা রতি

৭১

ডাকিছে ফুল, ডাকিছে ফল, ডাকিছে বারিবাহ,
প্রীতি-বিভল আমন্ত্রণে কহিছে গাহ গাহ,
সবার সনে ঐক্যমনে গাহিতে হবে গীতি,
আকাশ কহে, বাতাস কহে, আমারে চাহ চাহ।

৭২

কুঞ্জদ্বারে বিহগ গাহে, আমারি সাথে প্রীতি,
গগন হতে তারায় ডাকে তাহারি বুকে ধৃতি,
উছল ছল উতল জল সম্ভাষে সপ্ত সিন্ধু
এস বঁধু আলিঙ্গনে, লভিবে তুমি ঋতি।

৭৩

বদ্ধ কারায়, মৃত্যু মায়ায়, নিরখি মোরে ইন্দু,
জ্যোৎস্না ধারায় ডাকিতে চায় অর্পিতে সুধাবিন্দু
নদী কান্তার, মরু পর্ব্বত, কহিছে প্রীতি-ভরে,
চির কালের প্রিয় তুমি, শাশ্বত তুমি বন্ধু।

৭৪

মহোৎসবের বাঁশী আমায় ডাকিছে ঘরে ঘরে,
বিচ্ছেদ ব্যথা বিয়োগ নাহি হৃদ্যতা চরাচরে,
বিশ্বের যত পরমাণু মিলন-নৃত্যে লগ্ন
সৌখ্যে সবে যুক্ত ভবে, মেলানি পরস্পরে।

৭৫

বনস্পতি গুল্ম লতা সকলি প্রীতি-লগ্ন,
সকল প্রাণে এক যে জাগে না কিছু কোথা ভগ্ন,
বৈচিত্র্য্য যা বিকাশ লাগি, প্রগতি স্তরে স্তরে,
প্রেমের পূর্ণ প্রকাশ লাগি, বিধাতা ধ্যান-মগ্ন।

৭৬

তোমার আমার প্রেমের খেলা, বিশ্বেরি লীলা পরে,
অখণ্ডকে পূর্ণ করি, কিরণচ্ছটা ধরে।
রসরাজের রসের রাসে দোঁহারি চাহি সঙ্গ
নহিলে হায় অপূর্ণতায় গুমরে ব্যথা শরে।

৭৭

আজিকে তাই যেদিকে চাই সেদিকে লীলা রঙ্গ,
কালো মেঘের লুকোচুরি তোমার চারু ভ্রুভঙ্গ,
পরাণ বঁধু তোমার মধু ছড়ায় দিকে দেশে,
জগৎ ব্যাপি দীপ্তি জাগায় মোহন তব অঙ্গ।

৭৮

একা ঘরের বধূ আমার মাধুরী নত বেশে,
আর না তুমি দীপ্তি জাগাও কজ্জল কালো কেশে,
আকাশ ছেয়ে বাতাস ছেয়ে, বৃহতে গেলে মিলি,
গ্রহ তারার জ্যোতির্লোকের প্রোজ্জ্বল-সীমা-শেষে

৭৯

তোমায় আমায় আর না প্রিয়ে, মিলিব নিরিবিলি,
যখন মেলে দোঁহারি মুখ সেখানে ঝিলিমিলি,
আকুল চিতে চারি ভিতে তোমারে খুঁজি রাণি !
কেমন করে সবার মাঝে বিলিয়ে তোরে দিলি ?

৮০

কেশধূপের গন্ধ তোমার মল্লিকা বনে জানি,
সাতনরী হার রচা তোমার, তারকা দ্যুতি ছানি,
পদ্মদলে চরণ ফেলে, বাহিরে এলে তুমি,
আর কি মোরে নেশার ঘোরে কহিব যুবজানি ?

৮১

সায়াহ্নেরি রক্তরেখা তোমারি অধর চুমি,
বর্ণভঙ্গে সাজায় রঙ্গে বিধুর মর্ত্ত্যভূমি ;
রামধনুকের জৌলস জ্বলে, বর্ষাস্নাত নভসে,
রূপোচ্ছ্বাসের মাঝে তাহার, হারিয়ে গেলে তুমি।

৮২

তনুর তব তনিমা আজ, জ্যোৎস্নাধারে উলসে,
চল চঞ্চল মৃগের চোখে, দৃষ্টি তব ঝলসে ;
উতল হাওয়ার মেঘে তোমার উড়িছে উত্তরীয়,
কমল বনে কান্তি তোমার লুকায় যেন হরষে।

৮৩

তোমার হাসি ফুলের হাসি করিছে কমনীয়,
ফুলের ফোটার মাঝে তোমার মাধুরী রমণীয়
তোমার গানের সুরে সুরে বহিছে সুরধুনী
তোমার কল কণ্ঠ ছিনি কোকিলা হ'ল প্রিয়

৮৪

বিলোল গতি মরাল শেখে তোমারি গতি শুনি
মনোমোহন নৃত্যে শিখী তোমারে মানে গুণী ;
সবার মাঝে নূতন করে লভিনু তোমা বঁধু
সন্ধ্যাতারা তিলক তোমার স্ফটিকে যেন চূণী।

৮৫

বামন হয়ে পেলেম হাতে ত্রিদিব হতে বিধু,
দাও পেয়ালা ভর পেয়ালা ফেনিল দ্রাক্ষা সীধু,
শিরায় শিরায় কাঁপন জাগে, রক্ত ঠোঁটের চুম্বনে
বাতাস আনে বুকের পরশ, সকলি মধু মধু।

৮৬

নূতন করে শুনি তোমার মধুর কল গুঞ্জনে,
বনে বনে মাদল বাজে তোমার নুপূর শিঞ্জনে
লজ্জা তোমার রৌদ্র হয়ে, বাদলে ঢালে হাসি,
যুথীর বনে অঙ্গ সুবাস মুগ্ধচিত ভুঞ্জনে।

৮৭

স্বপন সনে সত্য মিশি প্রিয়ায় মম উল্লাসি,
মনের গোপন প্রেয়সী মোর বিশ্বে এল উদ্ভাসি,
কায়ার সাথে ছায়া মিশি রচিছে মায়াপুরি,
বাজাও বাঁশী উছল সুরে অজানা তারে তল্লাসি।

৮৮

বট তরুর শাখা যেন নামিয়ে দিল ঝুরি
ভূমার সনে সঙ্গোপনে বাঁধিনু প্রীতি ভূরি,
যা কিছু ভয়, যা কিছু ক্ষয়, সকলি গেল ছুটি
সকল গ্লানি সকল ম্লানি করিল কে গো চুরি?

৮৯

হে রূপসী রসেশ্বরী, গৌরবে ওঠ ফুটি,
তোমার আমার প্রেমের লাগি ভুবনে এনু জুটি;
মায়ার আড়াল গেল ঘুচে দেখ লো আঁখি খুলি
চন্দ্র তারায় দোঁহার প্রীতি যেতেছে শুধু লুটি।

৯০

তোমার আমার প্রীতির লাগি, ভুবনে কোলাকুলি,
দোঁহার প্রেমে শক্তি নূতন উঠিছে বেগে দুলি,
ব্যবধানের ভয়ে কেন কাঁপিছ প্রেমময়ী ?
আড়ালে সই ক্ষনিক নই তোমারে কভু ভুলি।

৯১

সুন্দরী হে সহচরী, শ্রেয়সী চিত্তজয়ী !
আধাঁর ঘরের প্রভা আমার, কল্যাণী প্রীতি-ময়ী !
যুক্ত মোরা নিত্য প্রেমে শাশ্বত চির বন্ধনে,—
তোমার প্রেমের মাল্য লয়ে জগতে হব জয়ী।

৯২

মিলনে সই বিরহ নাই, কি কাজ কর ক্রন্দনে ?
মুক্ত হাওয়ায় উধাও ছুটি যুগ্মরতির স্যন্দনে,
নিশীথ রাতে বর্ষাপাতে, ঝরিছে ঘন বারি,
গন্ধোদকের আসার যেন পূজারতির বন্দনে।

৯৩

অম্বর পরে ডম্বরে মেঘ, এলে কি স্বপ্নচারী !
তৃষিত হিয়া ক্ষণিক চায়, পেতে কি বুকে পারি ?
বাতায়নে ধারা আসে জাগি সিক্ত শয়নে,
এলে কি আজ অরূপা হে নীল্ শাড়ী ঐ নিঙাড়ি ?

৯৪

আকাশ কালো, বাতাস কালো, জলদ কালো গগনে
এলে কি আজ মনোময়ী স্নিগ্ধ মেদুর লগনে,
ঝিঞ্জীর ভাঙি মঞ্জীর বাজে একি শুধু চাতুরী ?
শতেক স্মৃতি মিছাই জাগে ঘুম ভাঙা মোর নয়নে।

৯৫

কূল-ভরা ঐ দীঘির জলে, ডাকে মত্ত দাদুরী,
বুকের পরে উছাস ভরে পেলেম তোরে আদুরী,
বাদল ধারা নীপের বনে, গন্ধে ভরে অবনী,
সকল চাওয়া সফল হলো, পূর্ণ হল মাধুরী।

৯৬

বিচ্ছেদ নাই, বিভেদ নাই, লীলা-উচ্ছল লাবণি ,
বাঁটিল কে ঘরে ঘরে অমৃত-ময় নবনী ?
রূপের শেষে মধুর বেশে, দাঁড়ালে এসে লক্ষ্মী !
প্রতি অঙ্গে ডাকে রঙ্গে এস এস সজনী !

৯৭

সজল নভে উজল রমে তোমারি চারু-অক্ষি,
অমিলনে মিলন একি অনিন্দ্য রূপলক্ষ্মী !
জীবন-রণে বেদন-ধনে লভিনু নব দৃষ্টি,
বিরহ ভার অসীম অপার বরিল প্রেমে রক্ষী।

৯৮

বাদল ধারা দোঁহার প্রাণে বরিষে প্রীতি বৃষ্টি,
বিরহ কই, মিলনে সই জাগ্রত নব সৃষ্টি ;
সুন্দরেরি প্রকাশ হল, দূরিত হল মন্দ,
বিরহ-হীন মিলনে লীন পূরিত প্রাণের ইষ্টি।

৯৯

জানা হল সকল "কেন ?" ঘুচিল যত সন্দ,
মিলন রাগে মুক্তি এল টুটিল যত বন্ধ
জাগ্‌ল আলো জাগ্‌ল ভালো, রৈলনা কিছু কালো,
জ্যোতিচ্ছ´টায় দীপ্ত ঝলে তোমারি মুখ চন্দ।

১০০

প্রভা তোমার শিখায় শিখায় পরাণে মম জ্বালো,
মধু তোমার ওষ্ঠে আমার, ভরিয়া পাত্র ঢালো,
মুগ্ধা মহীর কণায় কণায় প্রস্ফুট ভূমানন্দ,
নাহিরে সুখ, নাহিরে দুখ, জ্বলিছে দিব্য আলো।

বরিশাল

রচনার তারিখ
২৪শে আষাঢ় হইতে
৩০শে আষাঢ়।

৮ই হইতে ১৪ জুন,
১৯২৯।
সোম হইতে রবি ১৩৩৬

দীপ শিখা! দীপ শিখা!

বর্ত্তমান গ্রন্থকারের অপর কাব্য-গ্রন্থ।

দীপশিখার মত মধুর শান্ত ও উজ্জ্বল।

রস বিচিত্র ছন্দ-মধুর বিবিধ কবিতাসম্ভারে সমৃদ্ধ।

নানা মাসিক পত্রে উচ্চপ্রশংসিত।

প্রিয়জনকে উপহার দিবার মনোজ্ঞ

ও

প্রীতিপ্রদ পুস্তক

মূল্য আট আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স,

১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।